দৈনিক সংবাদ

18

তারিখ ... 2000 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাসে হত্যাকাণ্ডের বিচার হয় না একশ' সন্ত্রাসীর হাতে সবাই জিম্মি

অঞ্জন কুমার সেন ও নাসিরউদ্দিন তোতা, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একের পর এক হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার না হওয়ায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ছাত্র রাজনীতির নামে ছাত্র সংগঠনগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবর্তে সন্ত্রাসের চর্চা করছে। তাদের কাছ থেকে শিক্ষক-ছাত্র কেউই রেহাই পাচ্ছে না।

হাতেগোনা একশ' সন্ত্রাসীর হাতে ১৬ হাজার ছাত্রছাত্রী আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে। অনিশ্চিত গন্তব্যে এগোচ্ছে তাদের শিক্ষাজীবন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অবরোধের নামে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন বাস ছিনতাই, বাস-ট্রেন চলাচলের বিরুদ্ধে হুমকি, প্রতিপক্ষকে হত্যার হুমকি, ট্রেনচালককে প্রকাশ্যে অপহরণ, ভর্তি ফরম ছিনতাইসহ মারাত্মক অপরাধ করে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

গত ১২ বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের সাথে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের শতাধিক সংঘর্ষে ৭ জন নিহত এবং ২শ'র বেশি ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা আহত হয়েছে। সর্বশেষ শিকার শিবিরকর্মী রহিমুদ্দীন ও মাহমুদুল হাসান। এই দুকর্মী হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শিবির নানা ধরনের সন্ত্রাস ও হুমকির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে অবরুদ্ধ করে রেখেছে। এই চক্রটি ১৯৮৬ সালের ২৫শে নভেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এখনো ক্যাম্পাসে তাদের আধিপত্য বজায় রয়েছে। ওইদিন তৎকালীন ছাত্র শিবিরের সভাপতি আমির হোসেনের নেতৃত্বে সন্ত্রাসীরা সোহরাওয়ার্দী হলের সামনে প্রকাশ্যে হুইসেল বাজিয়ে ছাত্রসমাজ নেতা হামিদের দুহাত কেটে উল্লাস প্রকাশ করে। কাটা হাত নিয়ে মিছিল বের করে। সূচনা হয় শিবিরের সন্ত্রাস। শিবির ক্যাম্পাসের সবক'টি ছাত্র হলের দখল নেয়। তৎকালীন জাতীয় পার্টি সরকারের প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী হামিদকে হাসপাতালে গিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন; কিন্তু সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

১৯৮৮ সালের ২৮শে এপ্রিল অপর সংঘর্ষে আমিনুল ইসলাম নামে এক ছাত্র নিহত ও ২৫/৩০ জন আহত হয়। ওইদিন ক্যাম্পাসে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ব্যানারে সহস্রাধিক ছাত্রের একটি মিছিল বের হলে শিবিরের সন্ত্রাসীরা পেছন থেকে মিছিলের ওপর হামলা চালায়। ছাত্রঐক্যের নেতাকর্মীরা দ্রুত ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। শিবিরের কতিপয় সন্ত্রাসীর হাতে ছুরিকাহত হয়ে প্রাণ হারায় আমিনুল। পরে আমিনুলকে তাদের সমর্থক হিসেবে দাবি করে এর জন্য ছাত্রঐক্যকে দায়ী করে। ১৯৯০ সালের ২২শে নভেম্বর শিবির সন্ত্রাসীদের অতর্কিত হামলায় প্রাণ হারায় সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট নেতা ফারুকুজ্জামান ফারুক এবং আহত হয় ৬০/৭০ জন ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক। আহতদের মধ্যে ৪ জন পঙ্গু হয়ে যায়।